সংবাদ

14 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬

গোপনে সিন্ডিকেটের সভা হয় এক ডজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে

- ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিকে শোকজ
- নর্থ-সাউথের সিন্ডিকেট বর্জন

রাকিব উদ্দিন

গোপনে সিন্ডিকেটের সভা করছে এক ডজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। মূলত প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম, দুর্নীতি ও সনদ বাণিজ্য ধামাচাপা দিতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গোপনে সিন্ডিকেটের সভা করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো সিন্ডিকেট সভার কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসিকে অবহিত করছে না। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারও একেবারেই অন্ধকারে আছে। এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পর্যায়ক্রমে কারণ দর্শানো নোটিশ (শো-কজ) দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০'র ১৭ এর (১) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) একজন করে প্রতিনিধি থাকলেও তাদের সভায় অংশগ্রহণের জন্য সরকারের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণও জানানো হচ্ছে না। আবার সরকারের মতামতকে আমলে না নেয়ায়, বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা বর্জন করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির প্রতিনিধিরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) কাজী সালাউদ্দিন আকবর 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিসহ বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না। তাই এবার প্রথমবারের মতো ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিকে কারণ দর্শানো

গোপনে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

গোপনে : সিন্ডিকেট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নোটিশ দেয়া হচ্ছে'। এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুল কাসেম হায়দারের, সঙ্গে সেলফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি তা ধরেননি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে গোপনে সিন্ডিকেটের সভা করে যাচ্ছে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের 'শিক্ষা' মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হলেন অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) কাজী সালাউদ্দিন আকবর। তাকে প্রায় এক বছর ধরে ওই প্রতিষ্ঠানের সিন্ডিকেটের সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এমনকি কিভাবে সিন্ডিকেটের সভা করা হচ্ছে এবং আদৌ সিন্ডিকেটের সভা হচ্ছে কী না সে সম্পর্কেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কিছুই জানাচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা। তাই এই সপ্তাহেই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হচ্ছে।

অবৈধভাবে সিন্ডিকেট ও ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করায় দেশের শীর্ষস্থানীয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) সিন্ডিকেট সভা বর্জন করে যাচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠানের সিন্ডিকেট প্রতিনিধি কাজী সালাউদ্দিন আকবর, এবং ইউজিসি প্রতিনিধি প্রফেসর ড. শরিফ উদ্দিন আহমেদ। তারা এনএসইউর গত পাঁচ সিন্ডিকেট সভা বর্জন করেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে গোপনে সিন্ডিকেটের সভা করছে এমন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাইম ইউনিভার্সিটি, বহুল বিতর্কিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, গ্রীন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, নর্দান ইউনিভার্সিটি অন্যতম। এরমধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভায় মাঝেমধ্যে ইউজিসির প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন কেবল সম্মানীভাতা পাওয়ার জন্য। সিন্ডিকেটের সভায় তারা স্বাধীনভাবে অভিমত ব্যক্ত করতে পারছেন না। প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকরা সরকারের প্রতিনিধিদের আমলেই নিচ্ছে না।

সিন্ডিকেটের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এ বলা হয়েছে, 'সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যাবলী ও সাধারণ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা, অর্থ কমিটির প্রণীত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট পর্যালোচনা ও বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ চূড়ান্তকরণ। বিশ্ববিদ্যালয়-সংবিধি এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃষ্টি, সৃষ্ট পদের দায়িত্ব-কর্তব্য, চাকরির শর্তাবলী ও বেতনক্রম, শিক্ষার্থী ফি নির্ধারণ এবং নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের কাছে প্রেরণ। একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও এর ফলাফল অনুমোদন'।